কলিকাতা হাইকোর্ট

সম্মাননীয় বিচারক**: জয়মাল্য বাগচি, অজয় কুমার গুপ্তা, বিচারপতিগণ**

বিষয়েঃ সাধনা সাহা বনাম এনআইএল

সি.আর.এম (ডিবি) - 2023 সালের 201, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে 26/04/2023

ফৌজদারি কার্যবিধি (1974 সালের 2), ধারা439 - জামিন-বাতিলকরণ-প্রসিকিউশন মামলায় মৃত ব্যক্তির মৃত্যু জড়িত, যার দেহ বাস স্ট্যান্ডের কাছে পাওয়া গিয়েছিল-তদন্ত অনুসারে, একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি থেকে জানা যায় যে প্রতিবাদী এবং অন্যরা আক্রান্ত ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করেছিল, যার ফলে তার মৃত্যু হয়েছিল-ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন এই সাক্ষ্যকে সমর্থন করে-আবেদনকারী বলেন যে আদালত পূর্বের প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি বিবেচনা না করে এবং পর্যাপ্ত কারণ না দিয়ে অভিযুক্তকে জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে বিচারিক যথার্থতা অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে-আবেদনকারী আরও উল্লেখ করেছেন যে অন্যান্য সহ-অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, সিদ্ধান্তের অসঙ্গতি তুলে ধরে-অভিযুক্তকারী-২ এর জামিন বাতিল করা হয়েছে এবং তাকে বিচার আদালতের সামনে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(অনুচ্ছেদ ৫)

আইনজীবীদের নাম

আবেদনকারীর পক্ষেঃ সৌরভ চ্যাটার্জি অভিক ঘটক শ্রীমতি শবনম দে সাগ্নিক মুখার্জি শ্রীমতি নম্রতা চ্যাটার্জি; প্রতিবাদী জন্যঃ শেখর কুমার বসু, সিনিয়র অ্যাড. কৌশিক চৌধুরী সব্যসাচী হাজরা, রুদ্রগুপ্ত নন্দী, লার্নড অ্যাপ শ্রীমতি সোনালী দাস ।

1. **বিচারঃ-** 26/10/2022 তারিখের আদেশ বিরোধী পক্ষ 2 কে জামিন মঞ্জুর করে যেটি চ্যালেঞ্জ হয়।

আবেদনকারীর জন্য লার্নড কাউন্সেল বলেন এটি একটি সংক্ষিপ্ত আদেশ। মাননীয় বিচারক আবেদনকারীর জামিনের প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি বিবেচনায় নেননি।এটিও আমাদের নজরে আনা হয়েছে যে সহ-অভিযুক্ত গোবিন্দ হলদার, শিব শঙ্কর সরকার এবং শুভঙ্কর বসাকের জামিনের আবেদন এই আদালত বেশ কয়েকবার প্রত্যাখ্যান করেছে।তিনি জামিন বাতিলের জন্য প্রার্থনা করেন।

2. লার্নড কাউন্সেল ফর দ্য স্টেট কেস ডায়েরি তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে প্রত্যক্ষদর্শী আবেদনকারীকে হত্যার সাথে জড়িত করেছে।

3. বিপরীত পক্ষের সিনিয়র কাউন্সেল নং২/অভিযুক্ত বলেন যে তদন্ত সম্পূর্ণ হয়েছে এবং কেস ডায়েরি বিবেচনা করে জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে।

4. আমরা আইনজীবী প্রতিদ্বন্দ্বীদের জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করেছি। প্রসিকিউশন মামলাটি হল 21.07.2021 আবেদনকারীর স্বামী মানিকচন্দ্র সাহা সকাল 9-30টার দিকে তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। পরের দিন সকালে গঙ্গারামপুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে তানিয়া হোটেলের সামনে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়।তদন্ত চলাকালীন প্রত্যক্ষদর্শী বিকাশ সিলের ফৌজদারি কার্যবিধির 164 ধারার অধীনে রেকর্ড করা বিবৃতি বলে যে বিপরীত পক্ষের নং ২ এবং অন্যরা আক্রান্তকারীকে লাঞ্ছিত করেছিল যার ফলে তার মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর চাক্ষুস বর্ণনা সংস্করণটি প্রাথমিকভাবে বিপরীত পক্ষ নং ২ খুনের ঘটনায় যুক্ত। ময়নাতদন্তের রিপোর্টও চোখের প্রমাণকে সমর্থন করে। উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে বিরোধী নং ২ পক্ষের জামিনের আবেদন বালুরঘাটের দক্ষিণ দিনাজপুরের বিজ্ঞ দায়রা জজ-ইন-চার্জ দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল ০৮.১০.২০২২ তারিখে সতেরো দিনের মধ্যে, অভিযুক্ত আদেশ দ্বারা আরেকজন বিজ্ঞ বিচারক-ইন-চার্জ বিরোধী পক্ষ নং ২জামিন দেন। এটি করার সময় বিচারক একই আদালতের পূর্ববর্তী প্রত্যাখ্যানের আদেশ নজর দেননি।

5. একের পর এক জামিনের আবেদন বিবেচনা করার সময়, বিচার বিভাগীয় যথার্থতা দাবি করে যে আদালতকে প্রত্যাখ্যানের পূর্ববর্তী আদেশগুলি উল্লেখ করা উচিত এবং অভিযুক্তকে জামিনে মুক্তি দিতে আগ্রহী হলে পরিস্থিতির নির্দোষ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেওয়া উচিত। বিতর্কিত আদেশে সেরূপ কোন প্রতিফলন নেই। অন্যদিকে, জামিন মঞ্জুর করার আদেশ একটি সংক্ষিপ্ত আদেশ।

এটি অভিযোগ যা নৃশংস হত্যার সাথে জড়িত এবং তদন্তের সময় সংগৃহীত সাক্ষ্যের জোরকে প্রয়োগ করে না। এটি কেবল তদন্তের উপসংহারকে বোঝায় যে পূর্ববর্তী জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সময় কোন সত্যটি বিদ্যমান ছিল।এর আগে জামিন প্রত্যাখ্যানের পর মাত্র দুই সপ্তাহ কেটে গেছে এবং সময়ের এই ধরনের উত্তরণকে কোনও কল্পনার প্রসার ছাড়াই পরিস্থিতির প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।বিতর্কিত আদেশটি কেবল কারণবিহীনই নয়, বিচারিক উপযুক্ততার চরম অভাবও প্রদর্শন করে।জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে পূর্ববর্তী আদেশের উপ্র নজর দিতে ব্যর্থতা এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে কারণ নির্ধারণ না করা বিচারিক কৌতুহলের কুফল প্রদর্শন করে এবং অনুমানমূলক মামলা এবং ফোরাম শপিংকে উৎসাহিত করে।তা ছাড়া, সহ-অভিযুক্তের জামিনের আবেদন। গোবিন্দ হলদার, শিব শঙ্কর সরকার এবং শুভঙ্কর

বসাক যারা বিরোধী দল নং-২ এর সাথে একই অবস্থানে রয়েছেন, এই আদালত দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

6. এই পরিস্থিতিতে, আমরা মনে করি যে জামিন মঞ্জুর করার বিতর্কিত আদেশটি সম্পূর্ণরূপে বিকৃত এবং বাতিল করা যেতে পারে।

7. আবেদনকারীর জামিন বাতিল করা হয় এবং তাকে সাত দিনের মধ্যে ট্রায়াল কোর্টে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়া হয় যা ব্যর্থ হলে ট্রায়াল কোর্ট আইন অনুসারে তার আটকের জন্য যথাযথ প্রক্রিয়া জারি করবে।

৪. জামিন বাতিলের আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে।

আপিল অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.